উপস্থিত ঃ জনাব মোঃ হাসান জামান সিনিয়র সহকারী জজ, পটিয়া চট্টগ্রাম।

আদেশ নং-০৫
তারিখ-০১/০২/২০২৪

অদ্য নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ হাজিরা দাখিল করেন।

অতপর নথি নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

বাদীপক্ষ স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় অত্র মামলা রুজু করিয়া বিবাদীগনের বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৩৯ বিধি ১/২ ও তৎসহিত পঠিত ১৫১ ধারা মতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন।

দরখাস্তকারীপক্ষের মামলার মূল বক্তব্য হলো

১নং তপশীলোক্ত আর. এস. ৩৯৪ নং খতিয়ানের ৫৪২২ দাগের ১২ শতক সম্পত্তির মূল মালিক রহমত আলীর মৃত্যুতে আপোষ বন্টনে পুত্র নুর আহমদ ০৮ শতক এবং অপর পুত্র মফিজ উল্লাহ ০৪ শতক প্রাপ্ত হন। নুর আহমদ ৩১/০৫/১৯৩৪ ইং তারিখের পাট্টামলে ৮ শতক ভূমি আছদ আলীর হস্তান্তর করেন। তার মৃত্যুতে পুত্র আবদু ছত্তার চৌধুরী মালিক হয়। পরবর্তীতে তাহার মৃত্যুতে পুত্র ১) খায়ের আহামদ, ২) মুহাম্মদ ইদ্রিস, ৩) আবদুল লতিফ, ৪) আবদুল হক, ৫) সিরাজুল হক গণ প্রাপ্ত হন। মফিজ উল্লাহর স্বত্বীয় ৪ শতক ভূমি পটিয়া ৪র্থ মুন্সফী আদালতের করজারী মোকদ্দমা নং- ৩৯৭/১৯৪৪ মূলে নিলামে বিক্রয় হয়। নিলামে খরিদ্দার হতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তি মূলে ছুরত আলী প্রাপ্ত হয়। উক্ত ছুরত আলী ০২/১/১৯৪৮ ইং তারিখের রায়তি পাট্টা নং- ৮০১২ মূলে আবদুল লতিফ এর নিকট হস্তান্তর করেন। এভাবে ৫৪২২ দাগের সম্পূর্ণ ১২ শতক ভূমি আবুল খায়ের গং প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে থাকাবস্থায় তাদের নামে পি এস ৩৬৪ নং খতিয়ান সৃজিত হয়। পরবর্তীতে আপোষ বন্টনে সমুদয় ১২ শতক খায়ের আহম্মদ প্রাপ্ত হলে তার নামে বি. এস. ১২৯৮ নং খতিয়ান হয়। আর. এস. ৫৪২২ দাগের সামিল বি. এস. জরীপের ১২৯৮ নং খতিয়ানের অধীনে বি. এস. ৭০০২ দাগ হয়। খতিয়ানে স্বত্বের কলামে নাম থাকলেও অপরাপর শরীকদার দখলে নাই মর্মে উল্লেখ রহিয়াছে। খায়ের আহম্মদ বি. এস. ৭০০২ দাগের সম্পূর্ণ ১২ শতক ভূমি ১১/০১/১৯৭৯ ইং তারিখে ২৬৮ নং কবলামূলে সেলিম চৌধুরী এবং শাহাজাহান বেগমের নিকট হস্তান্তর করেন। শাহাজাহান বেগম এর মৃত্যুতে তৎ পুত্র কন্যা মোজাফ্ফর হোসেন চৌধুরী (১নং বাদী) গং প্রাপ্ত হন। ২নং তপশীলোক্ত বি. এস. ৭০০৩ দাগের ০৯ শতকের আন্দর ৩.৩৭৫ শতক সম্পত্তি শাহাজাহান বেগম প্রাপ্ত হয়ে মরনে পুত্র-কন্যা গণ পায়। শাহজাহান বেগম এর কন্যাগণ তাদের ভ্রাতা মোজাফ্ফর হোসেন কে তাদের স্বত্ব ২৯/০৬/২০০৮ ইং তারিখে ৪৫৬৯ নং হেবাদলিল মূলে হস্তান্তর করেন। এভাবে ১নং বাদী উল্লেখিত সম্পত্তিতে টিনশেড ঘর নির্মান "মোজাফ্ফর পোলট্রি ফার্ম" নামক মুরগীর ফার্ম স্থাপন করিয়া ব্যবসা পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। সেলিম চৌধুরী বি. এস. ৭০০২ দাগের আন্দর ০৬ শতক নাল ভূমিতে ভোগ দখলে থাকাবস্থায় মরনে ২ ও ৩ নং বাদী ওয়ারীশসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখল করতে থাকেন। ১নং বাদী উল্লেখিত সম্পত্তিতে টিনশেড ঘর নির্মান "মোজাফ্ফর পোলট্রি ফার্ম" নামক মুরগীর ফার্ম স্থাপন করিয়া ব্যবসা পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি

বিগত ০৭/০৭/২০২৩ ইং তারিখে বিবাদীগণ ১ ও ২ নং তপশীলোক্ত সম্পত্তি থেকে বাদীপক্ষ কে বেদখলের হুমকি প্রদর্শন করিলে বাদীগণ বাধ্য হয়ে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেন।

১-৬ নং বিবাদী/প্রতিপক্ষের লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য এই -

নালিশী আর. এস. ৫৪২২ দাগ হায় ১২ শতক নাল ভূমির মালিক রহমত আলী হয়। বিবাদীপক্ষ নালিশী ভূমি বিবাদীগণের পূর্ববর্তী মফিজ উল্লাহ এর ক্রমওয়ারীশসূত্রে স্বত্ববান ও ভোগদখলকার হন। বাদীর দাখিলী করজারি মামলার সংবাদ জাল ও ফেরবী উপায়ে সৃজিত বটে। নালিশী ভূমি কিংবা ইহার কোন অংশে বাদী কিংবা অন্য কাহারো স্বত্ব স্বার্থ দখল নাই। নালিশী ভূমি এই বিবাদীগণসহ তাহাদের ভগ্নি মাতাগণ তমাদির উর্দ্ধকাল ব্যাপি পূর্ববর্তীর ধারাবাহিকতায় চিহ্নিতমতে ভোগ দখলে বলবৎ আছেন। বিগত বি. এস. ও পি. এস. জরিপে এই বিবাদীগণের পূর্ববর্তীর নামে জরিপ পরিমিত না হওয়া নিতান্ত ভুল, ভিত্তিহীন ও অনধিকারভাবের বটে। উল্লেখ্য যে, নালিশী আর. এস. ৫৪২২ দাগ হায় ১২ শতক ভূমির আন্দর ২ শতক ভূমি ৮৮/১১/৬৬-৬৭ ইং নং এল. এ. মামলা মূলে অধিগ্রহণ করা হয়। অধিগ্রহণের টাকা যৌথভাবে এই বিবাদীগণের পূর্ববর্তীসহ নালিশী দাগে অন্যান্য শরীকগণ গ্রহণ করেন। বাদী প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া এই বিবাদীগণের স্বত্ব স্বার্থ আত্মসাৎ করার হীন প্রয়াসে অত্র দরখাস্ত আনয়ন করেন। বাদী তৎ প্রার্থীত প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী নহে। সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য এই বিবাদীগণের অনুকুলে বাদীর প্রতিকূলে হয়। বাদীর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত মিথ্যা, হয়রানী মূলক বিধায় ইহা খরচসহ খারিজযোগ্য।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলির বক্তব্য, নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, লিখিত আপত্তি ও দাখিলীয় কাগজাত দেখলাম ও পর্যালোচনা করলাম। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় নালিশী আর এস ৫৪২২ দাগের ১২ শতক সম্পত্তির মালিক রহমত আলী ছিল। বাদীপক্ষে দাখিলীয় ১৯৩৪ সনের ২০৩৫ নং পাট্টা দলিল হতে প্রতীয়মান হয়, রহমত আলীর পুত্র নূর আহম্মদ পারিবারিক আপোষে প্রাপ্ত ৮ শতক ভূমি আছদ আলী এর নিকট হস্তান্তর করেন। আছদ আলী মরনে তৎপুত্র আবদুসত্তার এবং আঃ ছত্তার মরনে পুত্র কন্যা খায়ের আহামদ গং পায় মর্মে পাওয়া গিয়াছে।

বাদীপক্ষ পুনরায় দাবি করেন আর এস ৫৪২২ দাগের অবশিষ্ট ৪ শতক ভূমির মালিক মফিজ উল্লাহ ছিল যাহার সম্পত্তি বকেয়া করের দায়ে পটিয়া ৪র্থ মুন্সফী আদালতের করজারী মোকদ্দমা নং- ৩৯৭/১৯৪৪ মূলে নিলামে বিক্রয় হয়। বাদীপক্ষ বয়নামা ও দখল দেওয়ানী দাখিল করেননি তবে ইনফরমেশন স্লিপ পর্যালোচনায় উক্ত করজারি মামলার সত্যতা বিষয়ে ইতিবাচক অনুমান আসে। তাছাড়া বাদীপক্ষের দাখিলীয় ১৯৪৮ ইং তারিখের ৮০১২ নং বন্দোবস্তি পাট্টা দলিল হতেও কথিত নিলামের উল্লেখ উহার সত্যতা ইঙ্গিত দেয়। উক্ত কবলা হতে প্রতীয়মান হয় নীলাম খরিদ্দার হতে প্রাপ্ত হয়ে আবদুস ছত্তার উক্ত ৪ শতক ভূমি আবদুল লতিফের বরাবর বন্দোবস্তি প্রদান করেন। আবদুল লতিফ খায়ের আহম্মদের ভ্রাতা হন। এভাবে খায়ের আহম্মদ গং সম্পূর্ন ১২ শতকে মালিক হন এবং তাদের নামে পি এস খতিয়ান হয়। পি এস ৩৬৪ নং খতিয়ান হতে ইহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়।

বাদীপক্ষ দাবি করেছেন আবদুল লতিফ গংদের মধ্যে পারিবারিক আপোষে নালিশী দাগের সমুদয়া ভূমি আবুল খায়ের প্রাপ্ত হয় এবং তার নামে বি এস খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়। দাখিলীয় বি এস ১২৯৮ খতিয়ান পর্যালোচনায় এরুপ দাবির সত্যতা মিলেছে। বাদীপক্ষ খায়ের আহম্মদ বি. এস. ৭০০২ দাগের সম্পূর্ণ ১২ শতক ভূমি ১১/০১/১৯৭৯ ইং তারিখে ২৬৮ নং কবলামূলে মোহাম্মদ সেলিম চৌধুরী এবং ১নং বাদীর মাতা শাহাজাহান বেগম দ্বয়ের নিকট হস্তান্তর করেছেন মর্মে দাবি করেন। উক্ত কবলা দৃষ্টে ১২ শতক জমি হস্তান্তরের সত্যতা থাকলেও নালিশী আর এস ৫৪২২ দাগে ৮ শতক ভূমি উক্ত কবলামুলে হস্তান্তরিত হয়েছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। সেলিম চৌধুরী মরনে তৎস্বত্ব ২/৩ নং বাদী এবং শাহজাহান বেগম মরনে তৎ পুত্র কন্যা মোজাফ্ফর হোসেন চৌধুরী গং পায় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বাদীপক্ষ পুনরায় দাবি করেন ২নং আর. এস. ৫৪২৩ দাগের ০৯ শতক সম্পত্তির মালিক ছিল সোহাগজান। বাদীপক্ষের দাখিলীয় বিগত ২৮/০১/১৯৪০ ইং তারিখের ৩৫৫ নং কবলা হতে দেখা যায় সোহাগজান গং বাদশা মিঞা সারাং ও শ্রী গুরা মিয়া সারাং বরাবর উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে তাদের ওয়ারীশগনের নামে বি এস খতিয়ান হয়। ৩৪৭ নং বি এস খতিয়ান পর্যালোচনায় এরুপ সত্যতা মিলেছে। খতিয়ান দৃষ্টে ১নং বাদীর মাতা শাহাজাহান বেগম ৩.৩৭৫ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। বাদীপক্ষের দাখিলী ২৯/০৬/২০০৮ ইং তারিখের দানপত্র কবলা হতে দেখা যায়, শাহজাহান বেগম এর ওয়ারীশ কন্যাগণ তাদের ভ্রাতা মোজাফ্ফর হোসেন চৌধুরী ৮ শতক ভূমি দান করেন। উল্লেখ্য যে বিবাদীপক্ষের দাখিলী ইনফরমেশন স্লিপ পর্যালোচনায় দেখা যায় , আর এস ৫৪২২ দাগের ০২ শতক সম্পত্তি অধিগ্রহন হয়েছিল যা বাদীপক্ষ দরখাস্তে উল্লেখ করেননি।

অপরদিকে বিবাদীপক্ষের দাবি হলো নালিশী আর এস ৫৪২২ দাগের ৪ শতক ভূমি তাদের পূর্ববর্তী মফিজ উল্লাহর ছিল। মফিজ উল্লাহ থেকে ওয়ারীশ পরিক্রমায় বিবাদীগণ প্রাপ্ত হন। অর্থাত নালিশী দাগের সম্পত্তিতে তারা মৌরশীসূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার বিদ্যমান আছেন। বিবাদীপক্ষ বাদীপক্ষের দাবিকৃত করজারি ৩৯৭/১৯৪৪ নং মামলার বিষয়টি অস্বীকার করেন।

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী দরখাস্তে ২ টি তফসিলের মধ্যে ২ নং তফসিলে বিবাদীর কোন দাবি নেই। ১ নং তফসিলে ৫৪২২ নং দাগে ৪ শতক ভূমি বিবাদীগণ তাদের পূর্ববর্তী মফিজ উল্লাহর ওয়ারীশমূলে দাবি করেছেন। কিন্তু মফিজ উল্লাহর স্বত্ব বাদীপক্ষের দাবিকৃত কথিত করজারি মামলামূলে নীলাম হয়েছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষ করজারি মামলা সংশ্লিষ্টে বয়নামা ও দখল দেওয়ানী দাখিল না করলেও দাখিলীয় ১৯৪৮ ইং সনের ৮০১২ নং বন্দোবস্তি পাট্টা দলিলে যেহেতু কথিত নিলামের বিষয়টি উল্লেখ পাওয়া গেছে সেহেতু দাবিকৃত করজারি মামলা বিষয়টি আপাতত আমার নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়েছে। তাছাড়া বিগত পি এস ও বি এস খতিয়ান বিবাদীদের পূর্ববর্তীর নামে না হওয়াটা প্রমাণ করে যে দাবিকৃত নিলাম সত্য এবং নালিশী দাগে মফিজ উল্লাহর কোন স্বত্ব বিদ্যমান ছিল না। নালিশী দাগে ২ শতক ভূমির অধিগ্রহনের ফলে ক্ষতিপূরনের অর্থ উত্তোলনকারীদের মধ্যে বিবাদীদের পূর্ববর্তীর নাম থাকায়

বিবাদীগণ তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ববান হবেন এরুপ দাবির ভিত্তি খুবই দুর্বল কেননা সর্বশেষ রেকর্ড বিবাদীর পূর্ববর্তীর নামে হয়নি এবং বি এস খতিয়ানেরর বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন মর্মে দৃষ্ট হয়নি। অপরদিকে বাদীগনের পূর্ববর্তীর নামে রেকর্ড হবার পেছনে যৌক্তিক ও বিশ্বাসযোগ্য কারন বিদ্যমান রয়েছে। বাদীপক্ষ নালিশী ভুমিতে "মোজাফ্ফর পোলট্রি ফার্ম" নামক মুরগীর ফার্ম স্থাপন করিয়া উহা ভোগদখলে থাকার দাবি করলেও বিবাদীপক্ষ তাদের দাবিকৃতভুমি কি উপায়ে ভোগ দখল করছেন তা আপত্তিতে সুনির্দিষ্ট করে বলেননি। বাদীপক্ষের দাখিলীয় ভুমি উন্নয়ন করের রশিদসমূহ নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের দখল বিষয়ে ইতিবাচক ধারনা দেয়। নালিশী সম্পত্তির ধারাবাহিক মালিকানার দলিলাদি ও সর্বশেষ রেকর্ড অব রাইটস ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব স্বার্থ ও দখল বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। **সার্বিক বিবেচনায় অত্র মামলায় বাদীপক্ষ তাদের প্রাইমা ফেসী কেস প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে বলে আমি বিবেচনা করি।**

অত্র মামলা চলাবস্থায় বিবাদীপক্ষ যদি প্রকৃত স্বত্ববান বাদীপক্ষের ভোগদখলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং নালিশী সম্পত্তিতে জোরপূর্বক অনুপ্রবেশ করতঃ তথায় গৃহাদি নির্মাণ করে তাহলে উভয়পক্ষের মধ্যে ভবিষ্যতে একাধিক মামলা মোকদ্দমা উদ্ভবের সম্ভবনা তৈরী হবে এবং উক্তকারনে স্বাভাবিকভাবেই বাদীপক্ষ হয়রানী ও অপূরনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হইবে মর্মে আমি বিবেচনা করি। বাদীপক্ষে হতে দাখিলীয় সকল দালিলিক প্রমানাদি এবং সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় ইহা অতি পরিস্কার যে, বাদীপক্ষ তাহার পক্ষে প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়েছে এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা তাহাদের অনুকুলে। অত্র মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তপসিল বর্নিত নালিশী সম্পত্তির আকার ও প্রকৃতি সংরক্ষন এবং সম্মুন্নত রাখার দায়ভার অত্র আদালতের উপর অর্পিত বলে আমি মনে করি। সেইসাথে উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরী। এরুপ অবস্থায় বিবাদীপক্ষ কে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দ্বারা বিরত রাখা হলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কোনপক্ষই তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে না বলে আমি মনে করি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য।

অতএব , আদেশ হয় যে,

বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত গত ৩০/০৭/২০২৩ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হলো। এতদ্বারা মামলার ১-৬ নং বিবাদী পক্ষকে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় পর্যন্ত নালিশী তফসিল বর্নিত ভুমিতে জোরপূর্বক অনুপ্রবেশ করিয়া বাদীগনের শান্তিপূর্ণ ভোগদখলে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে এবং নালিশী সম্পত্তি হতে বাদীপক্ষকে বেদখল বা সেখানে জোর পূর্বক কোন ধরনে স্থাপনা নির্মান করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

আগামী ----------ইং ----------।